অজবিলাপ।



শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।



কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

মুদ্রিত।



সন ১২৭৪ সাল।

PRINTED BY KALLY DASS CHUCKERBUTTY.

বিজ্ঞাপন।

আমি যখন মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ পড়ি, তখন অষ্টম সর্গের এই ভাগটী আমার নিতান্ত মধুর বোধ হওয়াতে বাঙ্গলা পদ্যে ইহার অনুবাদ করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র করিয়া আমি এক প্রকার নিশ্চেষ্ট থাকি; পরে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে আবার লিখিতে আরম্ভ করি এবং জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এত দিনের পর এক প্রকার সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। কিন্তু জানি না আমার চেষ্টা কতদূর সফল হইবে। আমি যে কবিকুল কেশরী কালিদাসের অমৃত-পূর্ণ ভাব ও অসামান্য বচন-চাতুরী রাখিতে পারিয়াছি এরূপ বোধ হয় না। বিলাপের অংশটী সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি। অবশিষ্ট ভাগ প্রায়ই স্বকপোল-কল্পিত। এক্ষণে এই পুস্তক খানি সাধারণের গ্রাহ্য হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এবিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীশিবকৃষ্ণ শর্ম্মা।

১২৭৩ সাল
১ লা পৌষ
মজিলপুর

উৎসর্গপত্র।

মাদৃশজন-প্রতিপালক
শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত
জমিদার মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আমি কবিগুরু কালিদাসকৃত রঘুবংশের অষ্টম সর্গের অজবিলাপ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানি লিখিয়াছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমি মহাশয়ের নামে ইহা উৎসর্গ করি। আপনি অকারণ আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমার যে কতদূর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত বলিতে পারি না। কিন্তু আমার সে কৃতজ্ঞতা অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই নবোদ্যমের ফলটী আপনার নামে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে, আমাকে যেরূপ চিরদিন সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করেন সেই রূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিও কৃতজ্ঞতার উপহার বলিয়া গ্রহণ করুন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী।
শ্রীশিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

অজ-বিলাপ।



ভারতে সরযূ যেথা হয়ে ভঙ্গিমতী,
কলকল রবে যায় বেগে স্রোতস্বতী ;
সেখানে অযোধ্যা পুরী ছিল মনোহর ;
আজিও ভারত-বাসী, শ্রবণ-কুহর
জুড়ায়, যাহার নাম করিয়া শ্রবণ ;
যাহার অমৃত কথা বিচিত্র রচন,
গাঁথিয়া কবিতা-গুণে কবি-রত্নাকর
রেখেছেন রামায়ণে করিয়া আদর।
এবে সেই রাজপুরী, ধরার উদরে
রয়েছে ঝাপিয়া মুখ, দীন ভাব ধরে ;
হরেছে দুরন্ত কাল কালেতে সকল,
রহিয়াছে সে কালের সরযূ কেবল।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ সৌধ-মালা গিয়াছে পড়িয়া ;
তদুপরে কত তরু আছে দাঁড়াইয়া।
রাজার ভবন ছিল এবে যমালয়,

কাননে ঢাকিয়া মুখ দেয় পরিচয়।
পুরাকালে সেই পুরে ছিল নরবর,
অজ নামে ক্ষিতিপতি, গুণের আকর,
দয়ার আধার, দেব প্রেমের সাগর ;
অপূর্ব্ব শরীর কান্তি ; যেন হুতাশন
জ্বলিত নয়নে তাঁর, করিলে শ্রবণ
তাঁহার ভেরীর ধ্বনি সমর-সাগরে,
কাঁপিত শত্রুর মন থর থর করে।
হুঙ্কারে ফাটিত ধরা, টলিত সাগর ;
মূর্ত্তিমান নিজে যেন দেব বৈশ্বানর।
এ দিকে অপার দয়া, সস্মিত-বদন,
করিত সতত যেন কৃপা বরিষণ।
অগতির গতি দেব, দুর্ব্বলের বল,
অনাথের চির বন্ধু, হইত শীতল
তাঁহাতে মনের তাপ সব অভাগার ;
হতাশ না হতো অর্থী নিকটে তাঁহার।
ইন্দুমতী নামে তাঁর ছিল প্রণয়িনী ;
নলের রমণী কিম্বা মদন-কামিনী ;
পতি-রতা, পতি-ব্রতা, বিনীত-বদনা,
"ভুবন-মোহিনী রূপে." হরিণ-লোচনা,

প্রণয়েতে পরিপূর্ণ কোমল হৃদয় ;
বিকসিত মুখ শশী স্মিত সুধাময় ;
কমল নিন্দিত কান্তি ; নয়ন রঞ্জন ;
খেলিত শরীর ধামে নবীন যৌবন ;
সরল শীতল দৃষ্টি, স্নেহের আধার,
করিত প্রণয়-বৃষ্টি যেন বার বার ।
শত শত গিরিবরে অবহেলা করি,
যেমন তটিনী যায় ঘোর বেগ ধরি,
না করে বিলম্ব কভু না মানে বারণ ;
সগর্ব্বে চলিয়া যায় যথা লয় মন,
অবশেষে মিলে আসি সাগরের সনে ;
সে রূপ বরিল সতী, আপনার মনে,
স্বয়ম্বর স্থলে তাঁরে, প্রণয়ের ভরে ;
শত শত রাজগণে অবহেলা করে ।
নবীনা মাধবী যথা সহকার সনে,
পতিম্বরা মিলে আসি আনন্দিত মনে
সে রূপ যুবতী তাঁরে বরমালা দিয়া,
বরিল সভার মাঝে দেখিয়া শুনিয়া ।
নিজে তরু শিরে যথা, সহে ঝড় জল,
রক্ষা করে মাধবীর নিতান্ত দুর্ব্বল

কুসুম কোমল তনু ; তথা নরবর,
জিনিয়া অরাতি-গণে করিয়া সমর,
নৃপতি-তনয়া লয়ে, নিজ বাহু বলে,
আসিলেন নিজ ধামে উত্তর কোশলে
নবীন দম্পতী হয়ে সুখেতে সময় ;
উথলে প্রেমের সিন্ধু ; প্রগাঢ় প্রণয় ।
লজ্জাবতী শশিমুখী, বিনম্রবদন,
না মিসায় প্রিয় সনে সহসা বচন ;
অধোমুখে থাকে সতী ; যবে নরবর,
চুম্বেন আদরে তাঁর ঘন বিম্বাধর ।
বলিতে লজ্জায় যেন জড়ায় রসনা,
খুলিয়া না বলে সতী মনের কামনা ।
এরূপে দিবস যায় । কিছু দিন পরে,
সুতশশী প্রকাশিল মহিষী-উদরে ।
রাজ-বালা গর্ব্ভ-ভরে হইলা মন্থর ।
নরেশের উথলিল সুখের সাগর ।
পলাল বালিকা-ভাব, চঞ্চল হৃদয়
হইল সুস্থির এবে পাইয়া সময় ;
সুধা মাখা আধ হাসি ছাড়িল বদন ।
হারাল সহজ জ্যোতি কুরঙ্গ নয়ন ।

যৌবন প্রমত্ত মন হইল গম্ভীর।
খঞ্জন চপল দৃষ্টি ক্রমে হলো স্থির।
কুচাগ্র মলিন হলো ; বিনীত বদন
ঈষৎ পাণ্ডুর কান্তি করিল ধারণ।
ক্রমে ক্রমে পূর্ণগর্ব্ভা অতি শুভ ক্ষণে,
প্রসবিল বীর-পত্নী কুমার-রতনে।
আমোদে অযোধ্যা পুরী করে টল টল,
কেহ নাচে কেহ গায় ঘোর কোলাহল।
হুলাহুলি পুর-বধূ দেয় ; প্রতি ঘরে,
আনন্দের নাহি পার ; প্রফুল্ল অন্তরে
কুব্জ খঞ্জ আদি নাচে, নিজে নরবর
করেন অজস্র দান হরিষ অন্তর।
বাড়িতে লাগিল শিশু মাতার যতনে,
অপার আনন্দ আর নাহি ধরে মনে।
স্নেহেতে ভাসিয়া সতী করে চুম্ব দান,
কমল বদনে তার ; করে স্তন পান
জননীর কোলে শুয়ে—আহা সে সময়,
কে পারে বর্ণিতে তাহা কত শোভা হয়।
কি অদ্ভুত পরিবর্ত্ত ! আজি সেই মন
ছিল যাহা ব্যস্ত লয়ে অশন ভূষণ।

জননীর স্নেহে পূর্ণ চপল নয়ন,
স্থির ভাবে চারি দিক করে নিরীক্ষণ।
নরনাথ অন্তঃপুরে আসেন যখন,
আর সতী দ্রুত পদে করে না গমন।
হৃদয়-রতনে করে যতনে হৃদয়ে,
মৃদু পদে যায় বামা পুলকিত হয়ে।
কোমল অঙ্গুলি দিয়ে নবীন কুমার,
দেখায় মনুজ-নাথে আহা বার বার।
স্মিত মাখা সুধামুখ আসিয়া সুন্দরী,
দাড়ান নাথের পাশে, সুতে কোলে করি
কি শোভা ধরেন আহা ভূপাল-কামিনী
শুক্র দেবে কোলে করি যেন নিশীথিনী
দাড়াল হাসিয়া আসি শশধর-পাশে,
মাতৃ কোলে চারু শিশু ঘন ঘন হাসে।
রুচির দশন দুটী মরি কি সুন্দর,
আধ আধ কথা কয় শোভিত অধর।
জননীর ক্রোড়ে হতে পিতৃ কোলে যায়,
হাসিয়া মাতার কোলে আসে পুনরায়।
এই রূপে করে খেলা দাড়ায়ে দম্পতী,
ভুবন-মোহিনী ভার্য্যা গুণোত্তম পতি।

এন সুখে জায়া পুত্র লয়ে মহীপাল,
ভাসেন আনন্দ নীরে নিরন্তর কাল।

এক দিন প্রিয়াসনে, বিহরিতে উপবনে,
চলিলেন অজ মহীপতি।
আহা যেন শচী সনে, আপন নন্দন বনে,
উপস্থিত দেবতার পতি॥
প্রবেশি কাননে ভূপ, দেখি শোভা অপরূপ,
প্রিয় ভাষে প্রেয়সীরে কন।
বসন্তের আগমনে, কি শোভা হয়েছে বনে,
দেখ দেখ জুড়ায় নয়ন॥
ফুটে নানা জাতি ফুল, ভ্রমিতেছে অলিকুল,
কিবা শোভা আজি উপবনে।
হেন লয় মম মনে, নগর ছাড়িয়া বনে,
খেলিতেছে প্রকৃতি বিজনে।
ওই যে মল্লিকা বধূ, মধুপিয়ে অলি বঁধু,
মধুপানে আশা পুনরায়।
তাই কি কাঁপিছে খেদে ভাসিছে নীহার স্বেদে,
ধন্য বটে মদনের দায়॥

ওই দেখ সারি সারি, তমালে বসিয়া সারি,
সুখে শুক মুখে মুখ দিয়ে।
ভাসিছে সুখ-সাগরে, মাতিয়া অনঙ্গ ভরে,
আর দিকে চেয়ে দেখ প্রিয়ে ॥
কপোতী মানের ভরে, প্রণয়-কলহ করে,
অধোমুখে কাঁন্দে অবিরত।
মান ভাঙ্গিবার তরে, কপোত চরণ ধরে,
মাথা নাড়ি বুঝাইছে কত ॥
আর দেখ সহকারে, মাধবীর সহকারে,
হয়েছে কি শোভা মনোহর।
নিজে স্বয়ম্বরা বধূ, পেয়েছে হৃদয়-বঁধু,
উথলিছে সুখের সাগর ॥
লবঙ্গ লতিকা সতী, মনের মতন পতি,
বকুলে বরিতে আশা মনে।
অতি মৃদু ওই বালা, কৃশাঙ্গী অতি কোমলা,
নিকটেতে যাইবে কেমনে ॥
ভাবিতেছে অধোমুখে, মালতী মনের সুখে,
হাসিতেছে দাড়াইয়া পাশে।
দেখেছ উহার ভাব, অশোকে করিয়া ভাব,
রসালেতে যায় রতি আশে ॥

ঐ কি বলিছে বুলি, বউ কথা কও বলি,
কুঞ্জবনে পাখী ঘনে ঘন।
চল প্রিয়ে ত্বরা করি, নিকুঞ্জে প্রবেশ করি,
জুড়াইবে শুনিয়া শ্রবণ ॥
এত বলি প্রিয়া সনে, প্রবেশি নিকুঞ্জ বনে,
বসিলেল বেদীর উপরে।
সময় পাইয়া স্মর, হানিলেন পঞ্চ শর,
দোঁহে ভাসে সুখের সাগরে ॥
নব যুবা নর রায়, নবীনা নাগরী তায়,
প্রেম সিন্ধু উথলে উঠিল।
বিহগে ধরিয়া তান, চারি দিকে করে গান,
দম্পতীর মানস টলিল ॥
কভু বকুলের মালা, মন সাধে রাজবালা,
দোলাইয়া হৃদয় উপরে।
সুধা মুখে আধ হাসি, নাথের নিকটে আসি,
প্রেম ভরে দেখান আদরে ॥
কভু মৃগ চর্ম্ম পরে, যোগিনীর বেশ ধরে,
জটাজূট করিয়া কুন্তলে।
পবিত্র অজিন বাসে, বসেন নাথের পাশে,
যোগী-বেশ ধর নাথ বলে ॥

কভু ছলাছলি দিয়া, দেন মাধবীর বিয়া,
মনোমত রসালের সনে।
কন্যাযাত্রী নিজে সতী, বরকর্ত্তা মহীপতি,
মন সুখে ভাসে দুই জনে॥
কভু বা তুলিয়া ফুল, শ্রবণে পরেন দুল,
কবরীতে কেতক-কেশর।
গলে বকুলের মালা, করে মৃণালের বালা,
কটি তটে কাঞ্চী মনে হর॥
শ্রুতি-যুগে ইন্দীবর, হাসি মাখা বিম্বাধর,
প্রেমে পূর্ণ চটুল নয়ন।
দেখিয়ামোহিত রায়, বলেন কি রূপে হায়,
হেন রূপ করিব বর্ণন॥
একে ত কুসুম ভূমি, কুসুম-কোমল তুমি,
কুসুমের ভূষণ আবার।
বল শুনি সুলোচনে, ভেবেছ কি মনে মনে,
ভুলাইবে অখিল সংসার॥
কভু বা করেন গান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ,
স্তব্ধ হয়ে শুনে চরাচর।
ছেড়ে নিজ কুহুরব, শুনিছে কোকিল সব,
স্থির হয়ে শুনে তরুবর॥

সরোবরে মধুকর, ভুলিয়া আপন স্বর,
নলিনীর হৃদয়ে বসিয়া।
ভুলিয়াছে মধুপান, একমনে শুনে গান,
আছে যেন জীয়ন্তে মরিয়া॥
পুলোকে পুরিল কায়, বিমোহিত নর রায়,
মুখে আর সরে না বচন।
আছেন হইয়া মূক, চাহিয়া মহিষী মুখ,
বসে চিত্র পুতুলি মতন॥
এই রূপে প্রিয়া সনে, বিহরেন উপবনে,
নরনাথ যত মনে লয়।
মন্ত্রী-করে রাজ্য-ভার, সুখের নাহিক পার,
যায় যেন উড়িয়া সময়॥
এক দিন রাজ-বালা, গাঁথেন বকুল মালা,
নরপতি কুসুম যোগান।
বহে মন্দ সমীরণ, মৃদু কাঁপে তরুগণ,
শাখি শাখে পাখী করে গান॥
আহা কি দৈবের খেলা, সুর-পথে এই বেলা,
দেব-ঋষি যান বীণা করে।
ঈশ্বরের গুণ গান, করিতে করিতে যান,
মন সুখে সুমধুর স্বরে॥

সুর কুসুমে গ্রথিত, অতিশয় সুশোভিত,
মালিকা বীণার শিরে ছিল।
গন্ধ লোভে সমীরণ, বেগেতে করি গমন,
সেই মালা হরণ করিল॥
অনিলে হরিলে মালা, যতেক মধুপ মালা,
কুসুমের পাছুতে ধাইল।
বীণা বুঝি সেই ছলে, অঞ্জন কলুষ জলে,
মনো দুখে কাঁদিতে লাগিল॥
সেই মালা পরিমল, বাসিয়ে ধরণী তল,
ইন্দুমতী হৃদয়ে পড়িল।
মনে এই অনুমানি, মালা রূপ কাল ফণী,
আসি আজ রাণীরে দংশিল॥
সুন্দর কুচ-সঙ্গিনী, মালা দেখি বিনোদিনী,
ক্ষণ মাত্রে বিহ্বল হইল।
আহা পূর্ণ শশধরে, রাহু যেন গ্রাস করে,
মনোহর কৌমুদী নাশিল॥
দেখিতে দেখিতে সতী, পতি সহ ইন্দুমতী,
একেবারে হইল মোহিত।
তৈল বিন্দু সহ যথা, দীপ-শিখা পড়ে তথা,
ধরাতলে হইল পতিত॥

যত পার্শ্বচরগণে, বিষাদ ভাবিয়া মনে,
তার-স্বরে কাঁদিতে লাগিল।
শুনি সেই আর্ত্ত রব, পশু পক্ষী আদি সব,
সম দুখে দুখিত হইল॥

করিতে ব্যজন, পাইয়া চেতন,
উঠিয়া তখন বসেন রায়।
সেই রূপ ধনী, রহিল অমনি,
ভূতল শায়িনী হইয়া হায়॥
থাকিতে পরাণ, করিলে বিধান,
তবে সে তাহার ফলিবে ফল।
অনল নিবিলে, তাহে ঘৃত দিলে,
অকালে কি লাভ হইবে বল॥
পরে নরবর, ধুলায় ধূষর,
দেখিয়া প্রিয়ার মোহন কায়।
হারায়ে চেতন, পাগল মতন,
ধরাতে শয়ন করেন রায়॥
যত অনুচর, হইয়া ফাঁফর,
ভুলিয়া ব্যজন করে যতনে।

২

বলে হায় হায়, ঘটিল কি দায়,
এই কি বিধির ছিল রে মনে ॥
উঠিয়া রাজন, বসেন তখন,
হৃদয়-রতনে হৃদয়ে করে।
বিতন্ত্রী বীণার, মতন আকার,
দেখিয়া সঘনে নয়ন ঝরে ॥
ছি ছি এ কেমন, তব আচরণ,
কি দুখে হয়েছ বলনা দুখী।
পরিচিত কোলে, ভুলিয়া কি বলে,
পড়িয়া ভূতলে কমল-মুখি ॥
হারায়ে জীবন, মলিন বরণ,
পতির কোলেতে বসিয়া সতী।
ম্লান মৃগ লেখা, শশধর রেখা,
সমান শোভেন ধরণীপতি ॥
বহে শত ধার, নয়নে রাজার,
প্রেয়সীর শোকে হৃদয় জ্বলে।
ইথে কি সংশয়, লোহা যদি হয়,
অনল যোগেতে তখনি গলে ॥
উথলিল তাঁর, শোক-পারাবার,
ধীরতার তরি ডুবিল তায়।

ঘন বাষ্প ভরে, বচন না সরে,
কাতরে বিলাপ করেন রায় ॥
কুসুমে জীবন, হরিল যখন,
অকালে সুমুখী ত্যজিল প্রাণ।
না জানি কি তবে, কালেতে না হবে,
অভাগা বিধির মরণ বাণ ॥
কোমল কোমলে, বিনাশিবে বলে,
বুঝি বা শমন করেছে মনে।
প্রমাণ তাহার, পড়িলে তুষার,
সরোজ মিলায় কমল বনে ॥

(ভাল এই মালা বধিল যেন।
হৃদয়ে রেখেছি নামরি কেন ॥
বিধির বাসনা কে করে নয়।
কোথাবা অমৃত গরল হয় ॥
কোথাবা গরল সরল হয়ে।
অমৃত সমান কাজ সাধয়ে ॥
অথবা আমারি কপাল বুঝি।
অশনি বিধাতা গড়েছে বুঝি ॥)

তরুর মাথায় বাজ না পড়ি।
তাহার লতাকে ফেলিল পাড়ি॥
শত অপরাধ করেছি যবে।
কখন কিছুই বল নি তবে॥
এখন ছাড়িয়া সেই সে পতি।
কোথায় পলালে বল না সতী॥
হাসিতে প্রেয়সি! বুঝিনু এবে।
আমাকে কপট প্রেমিক ভেবে॥
ছিঁড়িয়া সহসা প্রণয়-ডোর।
সুখের রজনী করিয়া ভোর॥
এই ত চলিলে জীবন ধন।
আমি কি কথারো নহি ভাজন॥
রে পোড়া জীবন! প্রিয়ারি সনে।
গেছিলি আসিলি কি ভেবে মনে॥
আপনি হইলি আপন কাল।
সহরে বেদনা জীবন কাল॥
মনেও কখন কিছু বলিনে।
কি দোষে ত্যজিলে বল অধীনে॥
নামে সবে বলে পৃথিবীপতি।
কেবল তোমাতে প্রণয়রতি॥

কুটিল কুন্তল, দোলে অবিরল,
বিধুমুখি এবে পবন-ভরে।
হেরি মর্ম্ম মন, হতেছে এখন,
পুন বা জীবন পাইলে ফিরে॥
আর কেন প্রিয়ে, এখনি উঠিয়ে,
মনেরি আঁধার করলো নাশ।
ওষধি নিকরে, যথা গিরিবরে,
তমো বিনাশিয়া হয় প্রকাশ॥
কোমল কপোলে, ঘন ঘন দোলে,
আহা মরি তব অলক চয়।
না সরে বচন, আছ অচেতন,
দেখিয়ে ফাঠিছে মম হৃদয়॥
হইলে যামিনী, যথা কমলিনী,
বদন কমল মুদিত করে।
তাহারি ভিতর, থাকে মধু কর,
গুণ গুণ রব আর না ধরে॥
শশীমুখি শশধরে, নিশা পুন পায় পরে,
চক্রবাকী মিলে প্রিয়-সনে।
সেই হেতু তারা পারে, সব জ্বালা সহিবারে,
আমি বল সহিব কেমনে॥

অকারণ ছাড়ি গেলে, বিরহ অনল জ্বেলে,
সদা দহে যেন দাবানল।
চলিলে জনম মত, বল না সহিব কত,
কিসে প্রাণ করিব শীতল ॥
কিশলয় শয়নেতে, শয়নে অসুখী হতে,
বল দেখি কেমনে এখন।
কঠিন হৃদয় হয়ে, আজি সেই তনু লয়ে,
চিতানলে করি বিসর্জ্জন ॥
দেখিতেছি সুবদনি, রেখেছ মধুর ধ্বনি,
কোকিলাতে করিয়া যতন।
বিলোল ঈক্ষণ আছে, হরিণ-রমণী কাছে,
কলহংসে বিলাস গমন ॥
সুরলোকে যাবে বলে, সত্য প্রিয়ে এ সকলে,
তব গুণ রেখেছ যতনে।
কিন্তু লো তব বিচ্ছেদ, হৃদয় করিছে ভেদ,
প্রবোধ না মানে কভু মনে ॥
বড় সাধ ছিল মনে, ফলিনী লতিকা সনে,
সহকারে মিলাইবে প্রিয়ে।
কিন্তু তাহা সম্পাদন, না করিয়ে কি কারণ,
শশমুখি! গেলে পলাইয়ে ॥

অশোকে দোহদ দিয়ে, এই ত চলিলে প্রিয়ে,
এবে হবে যে কুসুম চয়।
অলকে না দিয়ে তায়, কিরূপে তর্পণে হায়,
দিব হয়ে পাষাণ-হৃদয়॥
নূপুর পরিয়া পায়, আঘাত করিতে যায়,
আহা সেই অশোক এখন।
কুসুম নয়ন ধার, ফেলিতেছে অনিবার,
স্মরি তব কোমল চরণ॥
এই যে আমার সনে, কুতূহলে সুবদনে,
বকুলের রসনা গাঁথিলে।
বল মনে কি ভাবিয়ে, কটি-তটে নাপরিয়ে,
বিধুমুখি নয়ন মুদিলে॥
তোমার দুখেতে দুখী, তোমার সুখেতে সুখী,
এই সেই সহচরী গণ।
প্রতিপদ শশধর, সম প্রিয় কলেবর,
তব এই কুমার রতন॥
বিনোদিনি তোমা বিনে, আমিও কিছু জানিনে,
তবে বল কি দোষ পাইয়ে।
জনমের মত গেলে, সুখের সংসার ফেলে,
সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে॥

টুটিল ধৈর্য্যের বল, বিষয়েতে কিবা ফল,
আভরণে কিবা প্রয়োজন।
নীরবিল গীতরব, ঋতু হলো নিরুৎসব,
শূন্য হলো আমার শয়ন॥
গৃহিণী মন্ত্রিণী তুমি, বিজনে রহস্য-ভূমি,
ছিলে সতি শিষ্যা নৃত্যগীতে।
শমন তোমাকে হরি, কি রাখিল প্রাণেশ্বরি,
অভাগার বল অবনীতে॥
খঞ্জন-লোচনে মনে, ভেবে দেখ ও বদনে,
করিয়াছি মুখ মধু দান।
এখন কিরূপে বল, অশ্রু মাখা পিণ্ডজল,
সুধামুখি করিবে লো পান॥
থাকুক রাজত্ব ধন, তোমা বিনে প্রাণধন,
সব সুখ গেল এতক্ষণে।
তোমা ছাড়া কিছু নাই, কি রূপে নিস্তার পাই,
মনোজ্বালা নিবাই কেমনে॥
এরূপে উন্মত্ত প্রায়, বিলাপ করেন রায়,
প্রিয়া-শোকে কাতর বচনে।
চারি দিকে খিন্ন মন, রস-ছলে তরুগণ,
কাঁদে যেন আকুল-নয়নে॥

শেষে অতি কষ্টে সবে, যুবতীরে নিল তবে,
মনো দুঃখে যত পরিজন।
অগুরু চন্দন দিয়া, আগে চিতা সাজাইয়া,
পরে সবে করিল দাহন॥
পাছে লোকে বলে বনে, মরিল প্রিয়ার সনে,
অজরাজ হয়ে নরপতি।
সেই ভয়ে নরবর, রাখিলেন কলেবর,
কিন্তু ভোগে নাহি ছিল মতি॥
পরে দশ দিন পরে, মহা সমারোহ করে,
মহীপাল পুর উপবনে।
গুণশেষ ভামিনীর, উদ্দেশে দিলেন নীর,
যথাবিধি বিমরিষ মনে॥
নিজ পুরে শোক ভরে, প্রবেশ করেন পরে,
প্রিয়া বিনা কাতর-হৃদয়ে।
আজ বিনা ইন্দুমতী, হত-প্রভ নরপতি,
শশী যথা ক্ষণদার ক্ষয়ে॥
একাকী দেখিয়া তাঁরে, পুরনারী নাহি পারে,
নিবারিতে নয়নের জল।
সবে করে হাহাকার, নেত্রে বহে শতধার,
ভেসে গেল বদন কমল॥

বলে বল শুনি রায়, কোথায় রাখিয়া তাঁয়,
এলে হয়ে নিতান্ত মলিন।
আমরা কোথায় যাব, কোথা গেলে দেখা পাব,
দেখিনাই আহা কত দিন ॥
সবে বলে হায় হায়, এ দুখ জানাব কায়,
পোড়া বিধি কি কাজ করিলি!
ধর্ম্মশীল মহীপতি, সদয় সুশীল অতি,
তাঁরে এই প্রতিফল দিলি?
এত যদি ছিল মনে, ঘটাইলি কি কারণে,
নিদারুণ একি আচরণ।
মণি কাঞ্চনের যোগে, বাড়াইলি সুখ ভোগে,
শেষে কেন হলো বিঘটন ॥
না ফুরাতে সুখ আশ, ছিঁড়িয়া সংসার-পাশ,
হরে নিল দুরাত্মা শমন।
নাম মাত্র হলো সার, দেখিতে না পাব আর,
হাসি মাথা সে বিধুবদন ॥
এ দিকেতে মহীপতি, বিনা ইন্দুমতী সতী,
দিবানিশি শোকেতে কাতর।
ভোগ-সুখে নাহি আশ, রাজ্য ভোগ বন-বাস,
ভেবে ভেবে ক্ষীণ কলেবর ॥

দিবস রজনী যায়, শোকাতুর নর-রায়,
কিছুই না হয় অনুমান।
ইন্দুমতী ভাবনায়, দিন দিন ক্ষীণকায়,
বিরহিত বাহিরের জ্ঞান ॥
ও দিকেতে তপোবনে, কুলগুরু তপোধনে,
সমুদায় যোগেতে প্রকাশ।
যেন বহ্নি মূর্ত্তিমান, তপের চরম স্থান,
কি অদ্ভুত জ্ঞানের বিকাশ ॥
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, যোগবলে বর্ত্তমান,
নয়নের সমীপে তাঁহার।
দেখিলেন প্রিয়া তরে, ঝর ঝর সদা ঝরে,
দু নয়নে সলিলের ধার ॥
রাজ্য ভোগে নাহি মন, জীবন কণ্টক বন,
সমুদ্ভ্রান্ত পাগলের প্রায়।
কে দেখে রাজ্যের গতি, শোকে মগ্ন ক্ষিতিপতি,
প্রজাগণ করে হায় হায় ॥
চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল, রাশি রাশি অমঙ্গল,
ঘটে রাজ্য রসাতলে যায়।
পাঠালেন সে কারণে, প্রিয় শিষ্য এক জনে,
রাজধানী যথা অজ রায় ॥

মহীপতি মুনিবরে, বিনয়ে প্রণাম করে,
বসিবারে দিলেন আসন।
কুশল সম্বাদ দিয়া, নর পালে সম্বোধিয়া,
বলে মুনি করি সম্ভাষণ ॥
তোমার মনের গতি, জেনেছেন মহীপতি,
কুল-গুরু বসিয়া সেখানে।
তোমাকে আনিতে পথে, আমাকে আশ্রম হতে,
পাঠালেন তব সন্নিধানে ॥
শুন সব বিবরণ, মিছে শোক অকারণ,
কেন কর না বুঝি বিশেষ।
হৃদয় সুস্থির কর, গুরুর বচন ধর,
সাবধানে শুন উপদেশ ॥
পুরাকালে ঋষিবর, তৃণবিন্দু ঘোর তর,
করিলেন তপের সাধন।
কঠোর তপস্যা বলে, স্বর্গ মর্ত্ত রসা তলে,
সশঙ্কিত হলো সর্ব্ব জন ॥
করি তপ দরশন, শচীপতি ভীতমন,
বুঝি যায় সুখ-সিংহাসন।
অপ্সরা হরিণী নামে, ডাকি তারে নিজ ধামে,
বলিলেন করি সম্ভাষণ ॥

বলি শুন সুলোচনে, তৃণবিন্দু-তপোবনে,
শশীমুখি কর লো গমন।
অবিলম্বে তথা গিয়া, মুনিবরে ভুলাইয়া,
ভঙ্গ কর কঠোর সাধন॥
শুনিয়াছি তুমি ধনি, চতুরের শিরোমণি,
সুলোচনে যাও একবার।
যখন সফল হয়ে, আসিবে ত্রিদশালয়ে,
উপযুক্ত দিব পুরস্কার॥
আমাদের মাতা খাও, বিধুমুখি যাও যাও,
বড় ভীত আছি লো অন্তরে।
বুঝি রাজ্য পদ যায়, না জানি কি করি হায়,
তপো ভঙ্গ করিবা কি করে॥
এত বলি তার প্রতি, নীরবিলা শচীপতি,
সুরনারী প্রণমিয়া পায়।
বেশ করিবার আশে, আসিল আপন বাসে,
দেব পাশে লইয়া বিদায়॥
পরিল চিকন বেশ, বিনায়ে বাঁধিল কেশ,
নানা রত্ন করে পরিধান।
সভয় কম্পিত মনে, উতরিল তপোবনে,
যথা ঋষি করে ধূম পান॥

বিধুমুখে মৃদু হাসি, মুনির নিকটে আসি,
কত মায়া করিল বিস্তার।
করে কত শত ছল, রসে তনু টল মল,
ঢলে যেন পড়ে অনিবার ॥
কভু নাচে কভু গায়, চপল চপলাপ্রায়,
খেলে যেন তরল নয়ন।
মুখশশী হাসি হাসি, অধরে মধুর বাঁশি,
করে কভু প্রেম আলাপন ॥
এই রূপ আয়োজনে, ক্রমেতে মুনির মনে,
সঞ্চারিল মদনের শর।
ভাঙিল কঠোর ধ্যান, চঞ্চল হইল প্রাণ,
উথলিয়া উঠিল অন্তর ॥
এক দৃষ্টে বার বার, মুখশশী হেরি তার,
যোগাবর হইল বিকল।
ধন্য ধন্য ফুলধনু, ধন্য তব ফুল-ধনু,
যার শরে টলিল অচল ॥
কিন্তু ক্ষণকাল পরে, হৃদয় সংযত করে,
ক্রোধে যেন জ্বলে মুনিবর।
যেন নিশীথের তারা, স্খলিল নয়ন তারা,
থর থর কাঁপে কলেবর ॥

ভ্রূকুটী দেখিয়ে তাঁর, ভয়ে কাঁপে ত্রিসংসার,
সুরনারী ভয়ে অচেতন।
বুঝি অভিশাপ দিয়া, ভস্ম করে পোড়াইয়া,
কেবা রক্ষা করিবে এখন ॥
বলে মুনি রোষ ভরে, কেন মরিবার তরে,
এলি আজ এই তপোবনে।
ভাঙিলি আমার ধ্যান, কেমনে বাঁচাবি প্রাণ,
দেখি দেখি রাখে কোন জনে ॥
অমর-পুরীতে বাস, স্বর্গ ভোগ বার মাস,
তাই বুঝি এত অহঙ্কার।
অবনীতে জন্ম লবে, মানবী হইয়া রবে,
দর্প চূর্ণ হইবে তোমার ॥
বিরমিল মুনিবর, যেন নব জলধর,
নীরবিল করিয়া গর্জ্জন।
বজ্রাহত লতা প্রায়, মলিন হইল হায়,
সুরবালা করিয়া শ্রবণ ॥

শুনি সেই বাণী, হরিণী রমণী
অমনি তখনি, ধরিয়া পায়।

করিয়া মিনতি, করে কত নতি,
অধীনীর গতি, কি হবে হায় ॥
পরেরি অধীন, হই চির দিন,
সাধি চির দিন, পরেরি কাজ।
পরেরি কথায়, আইনু হেথায়,
তাইতো মাথায়, পড়িল বাজ ॥

বিনয় বচন শুনি, সদয় হইয়া মুনি,
কহিলেন হরিণীর প্রতি।
ভোজ বংশে জন্ম লয়ে, অজের রমণী হয়ে,
কিছুকাল থাক লো যুবতি
যবে সুর ফুল পাবে, তবে অভিশাপ যাবে,
ফিরে পাবে নিজ অধিকার।
আমি বলিলাম যাহা, কার সাধ্য খণ্ডে তাহা,
এই রূপে পাইবে নিস্তার ॥
সেই নারী তব ধামে, ছিল ইন্দুমতী নামে,
এতদিন, শুন নরবর।
আজি পেয়ে সুরমালা, শাপ-মুক্ত হলো বালা,
গেল পুন অমর-নগর ॥

অতএব কেন আর, মোহে মুগ্ধ অনিবার,
কেন আর ব্যাকুল হৃদয়।
শোক তাপ পরিহর, প্রজার পালন কর,
চির দিন কেহ কারো নয়॥
ছিছি একি মহারাজ, ছাড়িয়া সকল কাজ,
রাজ ধর্ম্ম করে পরিহার।
কেন বালকের মত, শোকে মগ্ন অবিরত,
দিবানিশি কর হাহাকার॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, কে পারে খণ্ডিতে তাহা,
কাঁদিলে কি শুনিবে সমন ?
সময় হইবে যবে, কে বল থাকিবে তবে,
কেনা যাবে শমন শদন ?
মায়াময় এ সংসার, চির দিন কেবা কার,
কালে যাবে সকলে ছাড়িয়া।
জায়া পুত্র আদি সবে, চির কাল কেবা রবে,
সময়েতে যাবে পলাইয়া॥
কিছু দিন মোহ ভরে, আমার আমার করে,
ভ্রমে জীব সংসার ভিতরে।
হইলে যাবার বেলা, ভাঙিয়া সুখের খেলা,
সব ফেলে পলায়ন করে॥

এত যে সাধের কায়, ইহাও শেষেতে হায়,
হইবেক চিতার অঙ্গার।
কোথা সংসারের মায়া, কোথা রবে সুত জায়া,
কোথা রাজ্য রবে সুবিস্তার!!!
কোথা রবে সুখধাম, সকলে ভুলিবে নাম,
কোথা রবে দাস দাসীগণ।
কোথা রবে সেই বল, লয়ে যাহাদের বল,
জিনিয়াছ ঘোর তর রণ॥
কত শত্রু বলি দান, করিয়াছ মতিমান,
ভাসায়েছো শোণিতে সাগর।
নয়ন মুদিবে যবে, সে হেন প্রতাপ রবে,
বল তবে কোথা নরবর॥
সকলি মায়ার খেলা, অদ্ভুত ভবের মেলা,
কেহ আসে কেহ ফিরে যায়।
সুধীর বিবেকী যারা, বিয়োগে না টলে তারা,
ইতরেতে চেতনা হারায়॥
কাঁদিলে কি পাবে আর, অনুমৃত হলে তার,
দরশন পাবেনা রাজন্।
কর্ম্মফল যথা যার, সেই রূপ গতি তার,
হয়ে থাকে হইলে মরণ॥

ত্যাজ শোক মতি মান্, প্রেয়সীর পিণ্ড দান,
কর দেব করিয়া যতন।
স্বজনের নেত্রজলে, প্রেতের শরীর জ্বলে,
শুনিয়াছি বলে সর্ব্বজন ॥
শুনেছি পণ্ডিতে কয়, মরণ প্রকৃতি হয়,
শরীরীর বিকৃতি জীবন।
যদি ক্ষণকাল তরে, থাকে জীব প্রাণ ধরে,
লাভ তার হয় ততক্ষণ ॥
যতেক অবোধ নরে, প্রিয় নাশে মনে করে,
হৃদে যেন শল্য প্রবেশিল।
সুপণ্ডিত জ্ঞানী যারা, বন্ধু নাশে ভাবে তারা,
মনঃশূল যেন বা উঠিল ॥
আপন শরীর যবে, কালে ধূলিসাত হবে,
দেহ দেহী হইবে অন্তর।
তখন পরের শোকে, টলে কি সুবোধ লোকে,
জ্ঞানবান হয় কি কাতর ॥
সুধীর হইয়া রায়, ইতর জনারি প্রায়,
কেন হায় হইলে কাতর।
যদি বা পবন-বলে, ভূধর বিটপি চলে,
উভয়ের কি থাকে অন্তর ॥

তথাস্তু বলিয়া তাঁয়, বিদায় দিলেন রায়,
ফিরে বনে গেল তপোধন।
বুঝি শোক-পূর্ণ মনে, স্থানাভাবে তাঁর সনে,
ফিরে গেল গুরুর বচন॥
কষ্টে অষ্ট বর্ষ কাল, যাপিলেন নরপাল,
কুমারের শৈশব কারণ।
চিত্রে প্রিয়া-মূর্ত্তি দেখি, কখনো জুড়ান আঁখি,
স্বপনে বা কভু দরশন॥
প্রজার পালন তরে, কুমারে নিয়োগ করে,
বসাইয়া নিজ সিংহাসনে।
প্রিয়াশোকে নরবর, ত্যজিলেন কলেবর,
সুরধুনী সরযূ মিলনে॥

সম্পূর্ণ